Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১০ এপ্রিল, ২০১৮

৪১ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ৯ এপ্রিল, ২০১৮, সোমবার, ২৫ চৈত্র, ১৪২৪

কোনোভাবেই এ.এস.পি-র বেসরকারিকরণ করা যাবে না : ইস্পাত শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৭ এপ্রিল : গত দেড় বছর ধরে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সেইলের অন্তর্ভুক্ত দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত (অ্যালট স্টিল প্ল্যান্ট) বেসরকারিকরণ রুখতে ও দুই কারখানার আধুনিকীকরণ- সম্প্রসারণের দাবিতে দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গড়ে তুলেছেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ। তাদের লড়াই-এর পাশে দাঁড়িয়েছে দুর্গাপুরের অন্যান্য কারখানার শ্রমিক সহ সব অংশের মানুষ।

আগামী ১১ এপ্রিল 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট'-এর পোষাকি নামের আড়ালে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিক্রি দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। আগামী ২ মে দরপত্র প্রকাশের দিন। অন্যদিকে আগামী ৯ এপ্রিল দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রধানদের নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে। এই সভায় প্রধানমন্ত্রী সংস্থার প্রধানদের বিলগ্নির জন্য চাপ দেবেন বলে জানা গেছে। এই অবস্থায় আজ যৌথ মঞ্চের ডাকে দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত-এর শ্রমিকরা বিশাল মিছিল করে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন—বেসরকারিকরণের দিকে আর এগোনো যাবে না। পাবলিক সেক্টরের অধীনে রেখেই এ.এস.পি-র আধুনিকীকরণ করতে হবে, নতুবা দুর্গাপুর অচল হবে। যে বা যারা এই কারখানা কিনতে আসবে, তারা শ্রমিকদের যৌথ প্রতিরোধের মুখে পড়বে। এদিন এ.এস.পি-র ফোরজ শপ থেকে ট্রেনিং বিভাগ পর্যন্ত শ্রমিকরা মিছিল করে আসে এবং বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ট্রেনিং বিভাগের লনে। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিজয় সাহা, মণিলাল সিনহা ও সন্তোষ কুমার। সভাপতিত্ব করেন এস.পি. মুখার্জী।

বামফ্রন্টের মিছিলে তৃণমূলী হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৭ মার্চ : বামফ্রন্টের মিছিলে হামলা চালাল তৃণমূল। আজ দুপুর ১২টায় একটি দৃপ্ত মিছিল পার্কাস রোড থেকে শুরু হয়। মিছিলে ছিলেন প্রার্থী ও তার প্রস্তাবক সহ সহস্রাধিক মানুষ। মিছিল কোর্ট প্রাঙ্গণের কাছে পৌঁছালেই শুরু হয় শাসকদলের টিকা-টিপ্পনি ও অকথ্য ভাষায় খিস্তি খেউড় ও ইট বৃষ্টি। পুলিশ প্রশাসনের চোখের সামনে শাসক দলের দামাল দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। তাদের হামলায় আহত হন সিপিআই(এম) নেতা আভাস রায়চৌধুরী, উদয় সরকার, নজরুল ইসলাম, আব্দুল মালেক সহ জনা পঁচিশ কর্মী। নজরুল ইসলাম ও আব্দুল মালেকের মাথায় সেলাই হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশী তৎপরতা নজরে আসে। পুলিশ প্রার্থী ও প্রস্তাবকদের মনোনয়ন কেন্দ্রের ভেতরে নিয়ে যায় এবং বাকিদের লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে। এরপর শুরু হয় তৃণমূল জেলা স্তরের নেতাদের উদ্যোগে তাণ্ডব। প্রথমেই তারা আইনজীবী রামেন্দ্রসুন্দর মণ্ডলকে ডি.এম অফিস চত্বরে তার সেরেস্তায় মারধর করে। এরপর তারা চলে যায় দুটি মহকুমার মনোনয়ন কেন্দ্রে। মনোনয়ন কেন্দ্রে ঢুকে এক-এক করে ছিঁড়ে ফেলে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রগুলি। উপস্থিত কর্তব্যরত সাংবাদিকদেরও তারা হেনস্থা করে।

—এরপর চারের পাতায়

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগেই দেওয়াল লিখন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ এপ্রিল : গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপ্রার্থীর জয়ী হয়ে কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করেছিল। কিন্তু প্রলোভন ও হুমকিকে হাতিয়ার করে নির্বাচিত সেই বোর্ড জোর করে দখল করে শাসক দল। এবার কিন্তু সেই ভাঙার খেলাকে প্রতিরোধ করার শপথ নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আগেভাগেই আসরে নেমে পড়লো বাম কর্মীরা। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় শুরু হয়ে গেলেও কোনো বাম প্রার্থী এখনো পর্যন্ত মনোনয়ন দেননি। তবে প্রচারের কাজ শুরু হয়ে গেছে। শাসক দল বা অন্য কোনো দলের আগেই দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে বাম কর্মীরা। দিনে তো বটেই রাত জেগে চলছে এই কাজ। পাড়ার মহিলারাও এই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। কালনা মহকুমা নির্বাচন দপ্তর থেকে এদিন প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পূর্বস্থলী-২ ব্লকে মাত্র একজন গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সিপিআই(এম) প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। অন্যদিকে মহকুমায় একটি পঞ্চায়েত সমিতি সহ ছয়জন বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তৃণমূল দুটি জেলা পরিষদ সহ পঞ্চায়েত স্তরে ১৫ জন প্রার্থী এবং নির্দল হিসাবে চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ মন্তেশ্বরে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র তুলতে বাধা দেওয়া হয়েছে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কালনা-১ নং ব্লকে এস.টি.কে.কে সড়কের উপর দুটি প্রবেশ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। গত ২ এপ্রিল গভীর রাত্রে কে বা কারা প্রবেশ দ্বারা দুটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। কালনা মহকুমা শাসক নিতিন সিংহানিয়া জানান, গেট দুটি মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শাসকদলের ধারাবাহিক হামলার শিকার বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল : ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিলের আজ শেষ দিন। ২ এপ্রিল শুরু হয়েছিল মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ। পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত স্তরের মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশিকা ছিল ব্লক স্তরে এবং জেলা পরিষদ স্তরে মহকুমা শাসকের দপ্তরে। কিন্তু মনোনয়ন পত্র দাখিলের প্রথম দিন থেকেই ব্লক অফিসগুলি দখল নেয় শাসকদল। চারিদিকে অবরোধ একেবারে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত, সমিতি ও জেলা পরিষদ পরিণত করায় সজাগ ছিল শাসকদল। এই নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপকে ডিঙিয়ে যারা গেছেন মনোনয়ন দাখিল করতে তাদেরই কপালে জুটেছে শাসক দলের আদর। শাসকদলের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যেসব বিরোধীরা

—এরপর চারের পাতায়

মনোনয়ন জমা দেবার জন্য রানিগঞ্জে জমায়েত

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৬ এপ্রিল : রানিগঞ্জ বিডিও অফিসে সিপিআই(এম) ও বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে বিডিও অফিস থেকে কিছুটা দূরে সিয়ারসোলে বামফ্রন্টের প্রার্থী ও কর্মী সমর্থক সহ বহু মানুষ জমায়েত হন। কিন্তু দেখা যায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে পুলিশের উপস্থিতিতে রানিগঞ্জ সহ আশেপাশের সমাজবিরোধী, কলয়ামাফিয়ারা অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে বিডিও অফিস ঘিরে রেখেছে। নমিনেশনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই কার্যত বিডিও অফিস দুষ্কৃতীদের দখলে। এই অবস্থায় সমস্ত প্রার্থী ও সমর্থকদের নিয়ে বিশাল মিছিল রাজবাড়ি মোড়ে এন.এইচ-৬০ অবরোধ করে। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর তা তুলে নেওয়া হয় ও আমড়াসোতা পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর এক প্রতিনিধি দল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীদের নিরাপত্তা, সুষ্ঠুভাবে নমিনেশন দেওয়া ও কিভাবে টিএমসি বিডিও অফিস অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘিরে রেখেছে। পুলিশ কেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলে। সিপিআই(এম) রানিগঞ্জ এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত সাধারণ মানুষকে বলা হয় বিরোধীরা যাতে নমিনেশন দিতে না পারে তার জন্যই তৃণমূল বিডিও অফিস ঘিরে রেখেছে। বিধায়ক রুনু দত্ত বলেন, বাংলায় মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো যদি এত উন্নয়নের বন্যা বয় তাহলে এতো ভয় কেন? তিনি বলেন, যাইহোক বাম প্রার্থীরা নমিনেশন দেবে। রানিগঞ্জকে অশান্ত করতে চাই না বলেই আমরা জোর করে আজ বিডিও অফিসে যাইনি। এদিন জমায়েতে থাকা সাধারণ মানুষ তৃণমূল ও পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।

গান শুনিয়ে তৈরি করা হচ্ছে গোষ্ঠী সংঘর্ষ

বিশেষ প্রতিবেদন : বিতর্কিত একটি ভিডিও ফুটেজ ও গান। সেটা থেকেই ছড়ানো হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বার্তা। কয়েকটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রামনবমীর শোভাযাত্রা করার সময় সেই গান তারস্বরে বাজিয়ে সংখ্যালঘু মহল্লায় উত্তেজনা তৈরি করেছিল। পশ্চিম বর্ধমান জেলার সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া গোষ্ঠী সংঘর্ষের পিছনে উঠে আসছে এই বিষয়। যদিও আরও কিছু ইস্যু আছে। তবে মূলত আসানসোলের রেলপাড় ও কুরেশী মহল্লার বাসিন্দাদের অভিযোগ, যেভাবে খোদ সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় এই গান ছড়াতে উস্কানি দিয়েছেন সেটা ক্ষমার অযোগ্য।

কী আছে সেই গান ও ভিডিওতে?

একটি ভজনকে অনুকরণ করে সংখ্যালঘু মুসলিমদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। এটাই বিরক্তির কারণ স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম বাসিন্দাদের। তাঁদের বক্তব্য, হাজার বার রামনবমী পালন হোক কিন্তু রামের নাম জড়িয়ে মুসলিমদের অবমাননা করার দায়িত্ব কে দিয়েছে বিজেপির সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে। বিতর্কিত এই ভিডিওটি ইতিমধ্যেই ফেসবুক, ইউটিউবে ছেয়ে গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের অনেকের দাবি, ঝাড়খণ্ডেই তৈরি করা হয়েছে এই ভিডিও। তারপর সোশ্যাল সাইটে সেটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কে আছে এর পিছনে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ এস.আই স্পষ্ট জানিয়েছেন, "কী বলব আর, ভিডিওটা দেখলে নিজেকে হিন্দু বলে ভাবতেও কষ্ট হয়। এভাবে কোনো ধর্মকে আঘাত দেওয়া মানা যায় না।"

ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ধানবাদ :

ভিডিও ও গানটি শুধু পশ্চিম বর্ধমানের হিন্দিভাষী এলাকাতেই নয়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ছত্তিশগড় সহ বিভিন্ন রাজ্যে রীতিমতো হটকেক। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মুসলমানদের নিজের ধর্ম ত্যাগ করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এর জন্য সশস্ত্র পথ নেওয়া হবে। এমনই হুমকি দিয়েছেন গায়ক। সঙ্গে বিভিন্ন মুহূর্তের স্টিল ছবি।

সূত্রের খবর, এই ভিডিও তৈরি করা হয় ধানবাদে। আর.এস.এস-এর ছাত্র সংগঠন এ.বি.ভি.পি-র গোপন কর্মশালায় তার চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছিল। ধানবাদের সেই বৈঠকের পর ফুটেজটি ছড়িয়ে পড়ে হিন্দি বলয়ে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের একাধিক লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আগেই উদ্যোগটি নেওয়া হয়। যদিও উপনির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের অন্যতম প্রেস্টিজিয়াস আসন গোরক্ষপুর ও ফুলপুরে পরাজিত হয় বিজেপি। গোরক্ষপুর লোকসভা থেকে নির্বাচিত হতেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আর ফুলপুর ছিল উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্যের আসন।

বিরোধী সপা-বসপা জোটের কাছে বিজেপি পরাজিত হতেই উগ্র ভিডিওটি ঘিরে আরও বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। কিছু পরিবর্তন করে সেই ভিডিও রামনবমী উৎসবে উগ্র ধর্মীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিতে ব্যবহার করে আর.এস.এস, হিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সহ বিভিন্ন কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। আরও অভিযোগ, বিহারের অন্যতম হিন্দুত্ববাদী নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবের পুত্র অরিজিৎ শাশ্বত ছিলেন পরিকল্পনার অন্যতম রূপকার। বিহারের উপনির্বাচনে তেমন ভালো ফল না হওয়ায় হিন্দুত্বের কার্ড খেলতে শুরু করেছে বিজেপি। রামনবমীকে ঘিরে কড়া ধর্মীয় বার্তা ছড়িয়েছিলেন অরিজিৎ শাশ্বত। এর জেরে ভাগলপুর সহ কয়েকটি স্থানে ছড়ায় গোষ্ঠী সংঘর্ষ।

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৯ এপ্রিল, ২০১৮

বিপন্ন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোয়নপত্র জমা দেবার শেষ পর্যায়ে এসে নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্রকুমার সিং-এর উপলব্ধিতে এল যে গোটা রাজ্যে পুরো নৈরাজ্য চলছে। এ-কদিন তিনি চুপচাপ বসে সবকিছুই দেখছিলেন—কীভাবে রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই তৃণমূলের ভৈরববাহিনী বিরোধী পার্টির প্রার্থীদের নির্বিচারে পিটিয়ে মনোনয়ন কেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে, শাসক দলের নেতারা এসডিও কিংবা বিডিও অফিসে বসে থেকে এই আক্রমণ পরিচালনা করছে, মনোয়ন পত্র জমা পড়লেও তা ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। মনোয়নপর্বের সময়েই যদি সমগ্র রাজ্যে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে ভোটের প্রচার, ভোটদান ও ভোটগণনার পর্বগুলিতে কী কাণ্ড ঘটবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পুলিশ ও প্রশাসন তো শাসকদলের অঙ্গ হিসাবেই কাজ করে চলেছে। নির্বাচন কমিশনের কাছেও যদি কিছু প্রত্যাশা করার সুযোগ না থাকে, তাহলে মানুষ কার কাছে যাবে? গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে এই আঘাত তো সমগ্র সংবিধানিক ব্যবস্থাটিকেই প্রহসনে পরিণত করছে।

নির্বাচন কমিশনার অবশেষে ভোটের নামে নৈরাজ্যের কথা স্বীকার করলেও তাঁর কি সাহস বা সাধ্য আছে ভোট গণনা পর্যন্ত বাকি নির্বাচন পর্বগুলিকে সঠিক পথে পরিচালনার? বাস্তব পরিস্থিতিতে সেকথা বলছে না।

নির্বাচনের নামে অবাধ গুণ্ডাগিরি যেমন রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিকে রক্তাক্ত করে তুলছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে সাম্প্রদায়িকতার রক্তধারায় মুছে দেবার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে আসরে নেমে পড়ছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি দল ও তার গণসংগঠনগুলি। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজ্যে এই সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান বিশেষ আতঙ্কের কারণ। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য বাম দলগুলির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বৎজন ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরাও রাস্তায় নেমেছেন। রবিবার কলকাতায় তাঁদের মহামিছিল ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে অবশ্যই উজ্জীবিত করবে।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র ও তার আবশ্যিক ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতার উপর যে সার্বিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে, তাকে প্রতিরোধের মৌলিক দায়িত্ব নিতে হবে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকেই। সে-ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তাকে কাটিয়ে উঠে এই সংগ্রামকে বিজয়ী করার আগামী দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। রবিবারের মহামিছিল সেই পথেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে, এই দুঃসময়ে এটাই সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজে সর্বত্রই বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৬ এপ্রিল : বাধা, হুমকি সবকিছুকে উপেক্ষা করে ব্যাপক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সাহসের প্রতিরোধ গড়ে তুলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী দল হিসাবে সিপিআই(এম) প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। ৬ এপ্রিল পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতিতে সিপিআই(এম) ২৮ জন প্রার্থী এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২৯ জন প্রার্থীর মনোয়নপত্র জমা দিলেন। পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল ১৬ জন প্রার্থী মনোয়নপত্র জমা দেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের ১৭৯ জন প্রার্থী মনোয়নপত্র জমা দিয়েছেন। পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপির ৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬০ জন। ২ জন নির্দল প্রার্থী গ্রাম পঞ্চায়েতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মেমারি-১ পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ৩০টি। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ১৭১টি। আরও ২দিন মনোয়নপত্র জমা চলবে। প্রশাসন মনে করছেন কোনো সমস্যা হবে না। মেমারির চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। একই লাইনে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআই(এম) প্রার্থীরা মনোয়নপত্র জমা দিচ্ছেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ছত্রপতি শিবাজী কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? জন্ম কবে হয়েছিল?
২. ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া কবে ভারত সাম্রাজ্ঞী হন?
৩. জোসেফ স্তালিন কবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন?
৪. বিশ্বে প্রথম কে মোবাইলে কাকে কবে ফোন করেছিলেন?
৫. কৃষক তথা কমিউনিস্ট নেতা রামনারায়ণ গোস্বামী কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
৬. ভারতের মহাকাশচারি রাকেশ শর্মা কবে প্রথম মহাকাশে প্রবেশ করেন?
৭. বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন? কবে তিনি প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৮. 'ডি.এন.এ' আবিষ্কার কোন পদার্থবিজ্ঞানী? তিনি কবে জন্মান? কত সালে নোবেল পান?
৯. প্রখ্যাত সেতারবাদক রবিশংকরের কবে জন্ম হয়?
১০. বর্ধমান জেলা ভেঙে পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমান কবে করা হয়েছিল?
১১. কবে সিপাহি বিদ্রোহের অগ্রণী সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়? কোথায় তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল?
১২. প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী পল রবসন কোথায় কবে জন্মান? কবে মৃত্যু হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

রাহুল সাংকৃত্যায়ণ

অরুণ মজুমদার

উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার পন্দহা গ্রামে ১৮৯৬ সালে রাহুল সাংকৃত্যায়ণের জন্ম। কেদার পাণ্ডে থেকে রামউদার দাস ও পরে রাহুল সাংকৃত্যায়ণ। কৈশোর থেকেই হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং সবশেষে মার্কসবাদে এসে তাঁর সন্ধান শেষ হয়। তিব্বত থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় সাহিত্য উদ্ধার করে একুশটি খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে এখানে নিয়ে আসেন। কিছু বই অবশ্য সিংহলেও পাঠান। তিনি ছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোর সূত্রে তিনি মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। তিনি ১৯২৭ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন শ্রীলংকায় তিন বার, তিব্বতে চার বার, নেপালে দুবার, সোভিয়েত দেশে দুবার, ইরানে দুবার। এছাড়াও ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও আফগানিস্থানেও ভ্রমণ করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি বইয়ের নাম— মেরি জীবনযাত্রা, মানবসমাজ, দর্শন-দিক্‌দর্শন, ভলগা থেকে গঙ্গা। দেড়শোর বেশি বই রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর 'আমার জীবনযাত্রা'র অংশ কার্ল মার্কস-এর সমাধিস্থল পরিদর্শন'-এ তিনি লিখেছেন—

> "১৯৩২-এর ১০ নভেম্বর আমরা অক্সফোর্ড গেলাম। সেখানকার কলেজগুলি দেখার সময় আমার নালন্দার কথা মনে হচ্ছিল। অত্যন্ত ভক্তিভাব নিয়ে আমি ৯ তারিখে হাইগেট-এর কবরস্থানে গেলাম।
>
> ১৯৩০-৩১-এ আমি মার্কস-এর বস্তুবাদ পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারছিলাম না, বিশেষ করে এই শরীরের সঙ্গে জীবনের শেষ হয়ে যাওয়া আমি এখন মানতে পারছিলাম না। কিন্তু মার্কস-এর অন্যান্য কথা আমি বিশ্বাস করতাম। বারো বছর পরে ডাক্তার শ্রীনিবাসাচার আমায় সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আপনি সে সময়ও বলতেন বুদ্ধ ও মার্কস এঁরা দুজনেই আজকের

> পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারেন। আমি পড়েছিলাম যে মার্কস লন্ডনে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং এই হাইগেটের কবরখানায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। আমার আশেপাশে যারা থাকত, তারা এ বিষয়ে তাদের পূর্ণ অজ্ঞতার কথা বলত। যাইহোক, আমরা খুঁজতে খুঁজতে সেই কবরখানায় পৌঁছে গেলাম। বাইরে এক মহিলা ফুল বিক্রি করছিল, তার কাছ থেকে ফুল নিলাম। চৌকিদারকে মার্কসের সমাধির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, 'আমি জানি না।' আমি অবাক হলাম, যে শ্রেণির দাসত্ব দূর করার জন্য মার্কস এত কাজ করেছেন, সেই শ্রেণির একজন মানুষ এই কবরখানার চৌকিদার হয়েও মার্কসের কবর কোথায় জানে না। আমার ধারণা বারো বছর পরে আজকে আর সে অবস্থা হবে না, কেননা আজ ১৯৪৪-এ মার্কসের সেনা লালফৌজ-এর বীরত্বের সংবাদ ওখানকার লোকেরা প্রতিদিন খবরের কাগজে পড়ে। সেখানে হাজার হাজার কবর ছিল। এক একটি নাম পড়ে খোঁজ করা একদিনের কর্ম নয়। তখুনি একটি লোক কবরগুলির পাশ দিয়ে গেটের কাছে এল। সে বলল, 'চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' সেটি একটি অতি সাধারণ কবর, যার উপর ঘাস গজিয়েছিল। এখানেই পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষদের ত্রাণকর্তা আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম আর দারিদ্র সহ্য করে স্ত্রী জেনি ও নাতির সঙ্গে নীরবে ঘুমোচ্ছেন। আমি একান্ত ভক্তিভরে ফুলগুলি সেখানে রাখলাম। মাথার দিকে পাথরে মার্কস-এর নামও খোদাই করা ছিল। আর কেউ ছোট একটি লাল ঝাণ্ডা রেখে দিয়েছিল। সেই দিনই আমি ওয়েস্ট-মিনিস্টার আভারে দেখতে গেলাম। এখানে গরিবদের রক্ত-চোষকদের সমাধি আছে। আছে কয়েক ডজন রাজা-রানি ও তাদের সভাসদ্‌দের সমাধি, যেগুলোকে সাজানো ও তৈরির জন্য জলের মতো টাকা বইয়ে দেওয়া হয়েছে।"

রক্তের অভাবে নিভলো প্রাণ প্রদীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ এপ্রিল : নিজের শরীর থেকে রক্ত দিয়ে যিনি বাঁচিয়েছেন অপরের প্রাণ। সেই মহান রক্তদাতারই প্রাণ গেল রক্তের অভাবে। হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে ১ এপ্রিল রাত্রে কালনা মহকুমা হাসপাতালে। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির সদস্য নির্মল মিত্র (৫৭) শেষ জীবনে রক্তস্বল্পতায় ভুগছিলেন। দিন চারেক আগে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু তাঁকে বি-পজিটিভ রক্ত দেওয়ার জন্য লেখেন। কিন্তু বিরল গ্রুপের রক্ত হওয়ায় কোনো ব্লাড ব্যাংকেই সেই রক্ত মিলছিল না। নির্মল মিত্রের কলেজে পড়া বড় মেয়ে বহু চেষ্টা চরিত্র করে চুঁচুড়া থেকে এক বোতাল রক্ত সংগ্রহ করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অভিযোগ আগের দিন সন্ধ্যায় আনা রক্ত নির্মল মিত্রের শরীরে চালানো হয় পরের দিন সন্ধ্যায়। তারপর থেকেই নির্মল মিত্রের শরীরের অবনতি হতে শুরু করে এবং ওই দিনই রাত্রে সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। মাঝ রাতেই মৃতদেহ পিন্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়ানপাড়ার বাড়িতে পৌঁছে যায়।

পরদিন সকাল খবর পেয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান, মহম্মদ আলী, গোবিন্দ পাল, সাধন কপাটি, সাধন রায় প্রমুখ। কালনা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নির্মল মিত্র সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন। ১৯৯২ সালে সদস্যপদ লাভ করেন। সেই থেকেই তিনি দলের একজন নির্ভীক সৈনিক হিসাবে সংগঠনের কাজ করে আসছেন। শেষের দিকে রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হয়ে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছিলেন। দলের কাজ করার মতো সামর্থ ছিল না। মৃত্যুকালে তিন কন্যা ও স্ত্রী বর্তমান।

১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে উপপ্রধানকে মারধর ও আধিকারিকদের হেনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩ এপ্রিল : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হল জবকার্ড শ্রমিকেরা। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেবার প্রথম দিনেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের মেমারির সাতগেছিয়া-১নং পঞ্চায়েতে। রাত পর্যন্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়া জনতার হাতে থেকে ছাড়া পায়নি প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্য পঞ্চায়েতের কর্মীরা। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা না মেলা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে বলে এই সিদ্ধান্ত নেন জবকার্ড শ্রমিকেরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভ তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। রাত ৯টা নাগাদ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভ তোলার চেষ্টা করলে উত্তেজনা চরমে ওঠে। অভিযোগ পঞ্চায়েত অফিসে আটকে থাকা প্রধান, উপপ্রধান, সহ অন্য কর্মীদের উদ্ধারের সময় পুলিশের উপরও চড়াও হয় বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের হাতে আক্রান্ত হন উপপ্রধান ও তিন তৃণমূল কর্মী। রাতে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ লাঠি চার্জ করে বিক্ষোভকারীদের এলাকা থেকে হটিয়ে দেয়। রাতেই ধরপাকড় অভিযানে নামে পুলিশ। মেমারি থানার ওসি দীপঙ্কর সরকার জানিয়েছেন পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে গোলমাল পাকানো ও আধিকারিকদের হেনস্থার অভিযোগে ১ মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়েছে। জবকার্ড শ্রমিকরা অভিযোগ তোলে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া আট-নয় মাসের টাকা তারা পায়নি। বারবার জানানো হলেও কোনো ফল হয়নি। পঞ্চায়েত নির্বাচন এসে গেছে। ভোটের পর পঞ্চায়েত বোর্ড পরিবর্তন হয়ে গেলে বকেয়া পাওনা টাকা পাওয়া যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেই কারণেই তারা পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া তালা খুলবেন না বলে জবকার্ড শ্রমিকেরা অনড়। প্রধান মুকুল সাহা বলেন, ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের টাকা বকেটা রয়েছে। সেই ঘটনাকে সামনে রেখে বিজেপির মদতে জবকার্ড শ্রমিকরা এদিন পঞ্চায়েতে গেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে সবাইকে রাত পর্যন্ত আটকে রাখে। প্রধান বলেন, কেন্দ্র থেকে টাকা না দিলে আমাদের কি করার আছে। ওই এলাকার বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ পোদ্দার বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিজেপির নাম জড়ানো হচ্ছে। সাতগেছিয়া পঞ্চায়েতে যা ঘটনা ঘটেছে তা তৃণমূলের নিজেদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই ঘটেছে এবং এটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

পয়লা বৈশাখ বৈশাখী ভাবনায়

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ জুড়ে নানা অঞ্চলে নানা ভাবে বছর গণনার চল ছিল একসময়। গুজরাট, কেরালা, বা আসাম অথবা বাংলায় সাল গণনার তিনটি পঞ্জিকা ছিল। কোথাও ১ চৈত্র থেকে বছর গণনা শুরু হতো, কোথাও ১ অগ্রহায়ণ আবার কোথাও ১ মাঘ থেকে। এর মধ্যে অনেকগুলো ছিল চান্দ্র বছর। ভারতবর্ষে যখন মোগল শাসনকাল এল, তখন শাসনকাল চলত হিজরি মতে। হিজরি চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষের তুলনায় পিছিয়ে থাকে। আকবর যখন ক্ষমতায় আসেন তখন ভাবেন খাজনা ঠিক মতো পেতে একটা সঠিক সময়ের দরকার। তখন তিনি হিজরি সালকে সৌরবছরে রূপান্তরিত করলেন। অঘ্রাণে ধান পাকে, জ্যৈষ্ঠে আম পাকবে। তাই ১ বৈশাখকেই করতে হয় বছরের প্রথম দিন। পরে এর নামকরণ করা হয় বঙ্গাব্দ। তার মানে ইসলামি হিজরি সালকেই বাঙালি বঙ্গাব্দ হিসাবে গ্রহণ করল। এই পয়লা বৈশাখ আকবরেরই অবদান। বাঙালির এই নববর্ষের বয়স হল প্রায় সাড়ে চারশো বছর। যেসব জায়গায় নবাবী শাসন ততটা ছিল না। সেখানে মকরটাই প্রধান উৎসব ছিল। নতুন জামা পরার আনন্দ উৎসব করা ইত্যাদি। যেমন এখনো পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ডে মকরই প্রধান উৎসব।

এতো গেল ১ বৈশাখের পূর্ব কথা, কিন্তু আমাদের মাসিমা, পিপিমার মুখে শোনা ১ বৈশাখী কথা বিশ্বায়নের যুগে বিস্মৃতপ্রায়। তখন নাকি পয়লা বৈশাখের ভোরে উঠে স্নান সেরে গুরুজনদের প্রমাণ করা, ঠাকুরের কাছে নত মস্তক হওয়া এক মহান মহৎ রীতি ছিল। দু-এক বছরের বড় দাদা-দিদিরাও প্রণাম পেত। ধূপ ধুনো সহকারে ঘরে পুজো চলত। বেশ একটা দুর্গাপুজোর মতো ব্যবস্থা যেন। সকলে নতুন জামা পরত, সাধ্যমতো বাড়িতে খাবার দাবার হতো। এমন ভাবনা রাখা হতো যে এই দিন এইভাবে কাটালে সারা বছর এমন সুন্দরভাবে চলে যাবার সম্ভাবনাটা পোক্ত হয়।

এইরকম পয়লা বৈশাখের চেহারা বহুদিন লুপ্তপ্রায়। বিশ্বায়ন যখন সবকিছুতে থাবা বসিয়েছে তখন এটা আর বাদ থাকে কেন। তাইতো ১ বৈশাখ, ২৫শে বৈশাখ বাদে বাংলা সাল তারিখ বলতে গেলে বাঙালিকে দশবার ভাবতে হয়। বাঙালির বাংলা-প্রীতি আজ তলানিতে, বাংলা ভাষা সংস্কৃতিরও তাই আজ বড়ই দুর্দশা। বাঙালির সব পার্বণেই ধর্মের ছোঁওয়া থাকে। এই পয়লা বৈশাখে তেমন বিশেষ কোনো দেবতার ব্যাপার নেই বটে তবে এইদিন কিন্তু প্রতিটি মন্দিরে প্রচুর ভিড় উপচে পড়ে। বড় বিখ্যাত মন্দির থেকে ছোট ছোট মন্দির সর্বত্র এই চিত্র দেখা যায়। পুজো দিতেই হবে, যেভাবেই হোক। তা না হলে যে সারা বছরের রসে বসে থাকার আব্দার করা যাবে না দেবতার কাছে। আগে বাঙালি বাড়িতে এই দিন পায়েস অবশ্যই রান্না হতো। হতো বলার কারণ, এখন খুব একটা এই সমস্ত বিষয় চোখে পড়ে না। এখন আগে থেকেই প্ল্যানিং করে রাখা হয় কোথায় গিয়ে কি কি খাওয়া হবে। দোকানিরা এইদিন রকমারি খাবার সম্ভারে ভরে তোলে তাদের দোকান। তবে এসব খাবারে বাঙালিয়ানা খুব একটা চোখে পড়ে না। চাউ, পাস্তা, মোগলাই, রোলের ঢল নামে।

বেশ কিছুদিন আগেও পাড়ায় পাড়ায় পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান হতো। যাতে পাড়ার কচিকাঁচারা দক্ষতা প্রমাণ করত নাচে, গানে। কিন্তু বোকাবাক্সের দৌলতে সেটুকুও আজ অবলুপ্তির পথে। যদিও কোথাও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে আবার দর্শক থাকে নগন্য সংখ্যায়। আমাদের সংস্কৃতি কত না সম্পদে সমৃদ্ধ। তবু এই সনাতন সংস্কৃতি আজ তার যৌক্তিকতা হারাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। এক সময় এই পয়লা বৈশাখেই বই প্রকাশের একটা ধূম থাকত। বলা যায় এই পয়লা বৈশাখই বই প্রকাশের আদর্শ সময় বলে ধরে নেওয়া হতো। তবুও যতই পরিবর্তন ঘটুক আজও বাঙালি এই দিনটিতে নস্টালজিক হয়ে পড়ে। মেলাতে শুরু করে কালকের সঙ্গে আজকের ঘটনাপ্রবাহকে। আজও দোকানে দোকানে হালখাতার প্রচলন রয়ে গেছে। অনেক দোকানে গণেশ পূজাও হয়। আগে অবশ্য যে-কোনো দোকানে নির্দ্বিধায় পৌঁছে যাওয়া যেত। একটু প্রসাদ আর একটা নতুন ক্যালেন্ডার প্রাপ্তি ঘটত। এখন এরও পরিবর্তন ঘটেছে। যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে কার্ড সহযোগে নেমতন্ন হয়। সেখানে ঠাণ্ডা পানীয়, খাবারেরও ব্যবস্থা থাকে। তাই যখন তখন যে-কোনো দোকানে ঢুকে পড়ার আনন্দটাই এখন আর নেই।

পরিশেষে বলা যায়—যত যা কিছুই ঘটুক পয়লা বৈশাখ ছিল এবং থাকবে। শুধু বলব, এই দিনে নতুন জামার আনন্দ থাকুক, খাবার আনন্দও থাকুক। একটু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া যাক যে এইদিন থেকে মানুষের মনের মালিন্য ঘুচুক। সমাজ সংসারে নতুন প্রাণের আনন্দ ফিরুক। সুস্থ চেতনার প্রতি মানুষের হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন ঘটুক। প্রতিটি মানুষের অন্তরের আবর্জনা হিংসা মুছে গেলে সুন্দর সুস্থ হয় একটি সমাজ, একটি দেশ। চারিপাশের অন্যায়, অবিচার নৃশংসতার পরিবেশকে কিভাবে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা যায় সেই চিন্তাধারায় সকলে উদ্বুদ্ধ হোক। আগামী পয়লা বৈশাখে সমস্ত বাঙালি—বাঙালি জাতি, মানবজাতি আমরা এটুকু প্রতিজ্ঞা করতেই পারি।

পুলিশের উপর দাদার দাদাগিরি...

পথ আটকালো পুলিশই।

বাধা সেই পুলিশই...

শিশু কোলে মায়ের নিস্তার নেই।

উন্মত্ত ভায়েরা তৈরি...

মহিলার পার্সও চেক করা হচ্ছে।

জি এস টি অ্যাট মিড নাইট

নোট বাতিলের মতোই কি আরেক প্রতারণার দৃষ্টান্ত?

আব্দুস সবুর

ভারতের স্বাধীনতার উপর লেখা একটি বই পড়েছিলাম। বইটির নাম ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট। কিভাবে স্বাধীনতা পেল ভারত। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট মাঝ রাতে সংসদে জহরলাল নেহরুর ভাষণ, দেশ ভাগ নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব কী ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে বইটা লেখা। স্বাধীনতার এতদিন পর আবার মাঝ রাতে সংসদের সেন্ট্রাল হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফের বিশেষ অধিবেশ বসলো। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীগণ 'জি.এস.টি' উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন না সিপিআই(এম) সহ বহু বিরোধী দলের সাংসদরা। অভিযোগ উঠেছিল সংসদের ভেতরে যেরকমভাবে জি এস টি বিল উপস্থাপন করা হয়েছিল তা নিয়ে। এছাড়া সারা দেশে কোনো রকম পরিকাঠামো ছাড়াই অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে জি.এস.টি চালু করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

নোটবন্দির মতোই সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণার আরেকটি দৃষ্টান্ত গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স (জি এস টি)। আশু ভবিষ্যতে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যেরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং কর আদায়ের নমুনা ভালো নয়, তাতে সারা দেশে এক হারে জি.এস.টি কতটা সফল সময় সে কথা বলবে। ইন্ডিয়া-কোরিয়া বাণিজ্য সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছিলেন "ভারতে কর আদায় ঠিক নেই, আগে সেদিকটি ঠিক করতে হবে। সরকার চেষ্টা করেছে জিএসটি পরিকাঠামোকে গড়ে তুলতে। কর আদায় বাড়লে এই পরিকাঠামো কাজে আসবে।"

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারি জি.এস.টি নিয়ে এমন মনোভাব করেছিল যে মনে হয়েছিল দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে। প্রচারেই উড়েছে কোটি কোটি টাকা। জিএসটি চালুর ঝক্কিতে দেশের মানুষকে ভুগতে হয়েছে বেশ কয়েক মাস। মার খেয়েছেন ছোটো ব্যবসায়ীরা। খরচ বেড়ে গেছে জি.এস.টি-র নিয়ম মানতে গিয়ে। জিনিসের দাম বেড়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দেশে এক হারে জিএসটি রাখা যাবে না। এখন মনে হচ্ছে অর্থমন্ত্রীর। নোটবন্দ করে সরকারি কোষাগারের গুণাগার ছাড়া কিছুই হয়নি। প্রায় সব চালু টাকাই ফিরে এসেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, উল্টে নতুন নোট ছাপতে গিয়ে বেরিয়ে গেছে আগের তুলনায় অনেক বেশি টাকা। দেশের সাধারণ মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে মারা পড়েছেন নোটবন্দিতে। দেশের প্রধানমন্ত্রী তখন নাটকীয়ভাবে পঞ্চাশ দিন চেয়েছিলেন হাল ফেরাতে। বছর ঘুরে গেলেও হাল কিছুই ফেরেনি।

ভারতের প্রচুর মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বাস করেন, এরকম দেশে একটি হার সারা দেশে চলতে পারে না। তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রকম হার তৈরি করেছে। দেশের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বাণিজ্য সম্মেলনে বলেছেন, বিশ্ব বিপরীত পরিস্থিতিতেও ভারত আর্থিক সংস্কার করে যাবে, কড়া সিদ্ধান্ত নিতে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখবে।

ইঙ্গিত পরিষ্কার, আর্থিক সংস্কার মানে ঢালাও বেসরকারিকরণ, পুঁজিপতিদের কর ছাড় ইত্যাদি ইত্যাদি আরও করা হবে। আশা করি, শীঘ্রই হয়তো 'জি এস টি অ্যাট মিডনাইট' শিরোনামে লেখা বই দেখতে পাব। যাতে লেখা থাকবে কর্পোরেটদের হাতে তোফা তুলে দেয়া হয়েছে কোটি কোটি ভারতবাসীর কাঁধে করের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে!

সময়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স না মেলায় পুলিশের হয়রানির শিকার যানচালকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ এপ্রিল : ডাঙায় বাঘা ও জলে কুমিরের সম্মুখীন কালনার যান চালকরা। একদিকে তারা ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে দিয়ে মাসের পর মাস ঘুরছেন আর.টি.ও দপ্তরে। কিন্তু হাতে লাইসেন্স পাচ্ছেন না। অন্যদিকে লাইসেন্স ছাড়াই যান নিয়ে সড়কে বের হলেই পুলিশের হয়রানি। রীতিমতো জরিমানা দিতে হচ্ছে। আর টি ও দপ্তরে গিয়ে নিয়মিত লাইসেন্স পাওয়ার তাগাদা দেওয়া অন্যদিকে সড়কে পুলিশের হয়রানি কালনার যান চালকদের উপর অক্টোপাশের মতো চেপে বসেছে। লাইসেন্স না পাওয়ার সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে এই সমস্যা মিটে যাবে আশা করছি। সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সড়কে নিয়মিত যান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখা হচ্ছে। চালকেরা তা দেখাতে না পারলে তাদের জরিমানা করা হচ্ছে। ফলে কালনা মহকুমা শাসক দপ্তরের আর টি ও বিভাগে ড্রাইভিং লাইসেন্স বানানোর হিড়িক পড়ে গেছে। কালনা আর টি ও দপ্তরে এদিন এসেছিলেন নাদনঘাট থেকে আলোক মণ্ডল, কালনার দাঁতনকাঠিতলা থেকে শিবশঙ্কর দে, কাঠীগঙ্গা থেকে শুভঙ্কর সরকার প্রমুখ। তাদের অভিযোগ মাস তিনেক থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য তাদের ঘোরানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে দপ্তরের ছবি পেস্ট করা যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে আছে। দু-একদিনের মধ্যেই মেরামত হয়ে যাবে। কিন্তু সেই দু-একদিন আর শেষ হচ্ছে না। দিনের পর দিন একই কথা শোনানো হচ্ছে। অভিযোগের কথা স্বীকার করে নিয়ে বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মালবিকা খাটুয়া বললেন, দিন সাতেকের মধ্যেই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করছি।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জন্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

এরপর চারের পাতায়

ঠিকাদারের বিরোধিতা করায় শ্রমিক নেতার সাসপেনশন আন্দোলনের চাপে প্রত্যাহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ৭ এপ্রিল : গত প্রায় দু বছর ধরে রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতির অন্যতম শিরোনামে রয়েছে দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচাও, দুর্গাপুরের ইস্পাত বাঁচাও, রক্ষা করো শিল্পনগরী দুর্গাপুর শীর্ষক যৌথ শ্রমিক আন্দোলন। বেসরকারিকরণ রুখতে ও দুই কারখানার আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণের দাবিতে দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা অক্লান্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। গড়ে তুলেছেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ। এই যৌথ মঞ্চের অন্যতম সংগঠক ও হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সীমান্ত চ্যাটার্জী।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার লোকো বিভাগে লোকো-চালকের পদে ঠিকাদারদের লোক নিয়োগের বিরোধিতা করায় সীমান্ত চ্যাটার্জীকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষ গত ৪ এপ্রিল অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করে এবং ওই দিনই সাসপেনশনের বিধি অনুসারে তাকে কারখানা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। তাঁকে মেজর চার্জসিট ধরানো হয়। বেসরকারিকরণের 'স্পৃহা'য় উৎসাহিত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষ দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে সম্প্রতি লোকো-অপারেটর কাজ আউটসোর্সিং করে অদক্ষ ঠিকা শ্রমিকদের লোকো-অপারেটর-এর কাজে প্রশিক্ষণ দেয় ও সার্টিফিকেট দেয়। যদিও এই ধরনের কাজে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের আছে কিনা সেই নিয়েই প্রশ্ন আছে। এই খবর চাউর হতেই হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতা করে কারখানার কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার নেতৃত্ব দেন সীমান্ত চ্যাটার্জী।

তাই তাঁর সাসপেনশনের খবর বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়তেই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার দল-মত নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত শ্রমিক ক্ষোভে ফেটে পড়েন, আন্দোলন-বিক্ষোভ প্রদর্শন, মিছিল শুরু হয়ে যায়। হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষে সভাপতি রথীন রায় ও বিশ্বরূপ ব্যানার্জী শ্রমিকদের জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিও আন্দোলনের কর্মসূচি নেয় পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। উৎপাদনে প্রভাব পড়ার আশংকা তৈরি হয়। এই অবস্থায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হয়। শ্রমিক নেতা সীমান্ত চ্যাটার্জীর সাসপেনশন তুলে নিতে বাধ্য হয়। আজ তিনি কাজে যোগ দেন। সেজন্য কেন্দ্রীয় মিছিল ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

—প্রথম পাতার পর

বামফ্রন্টের মিছিলে তৃণমূলী হামলা

এদিন সিপিআই(এম) জেলা দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক ও রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার অভিযোগ করেন, শাসক দল নির্বাচনকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করতে চাইছে। আজ বর্ধমানের মহকুমা শাসকের দপ্তরে যে ঘটনা ঘটল তা নজিরবিহীন। মনোনয়ন কেন্দ্রে ঢুকে জেলা স্তরের তৃণমূল নেতারা প্রার্থী ও প্রস্তাবকদের নির্বাচনী আধিকারিকদের সামনেই শুধু মারধর নয়, মনোয়নপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষকে রাস্তায় আটকানো হয়েছে। এমনকি বাস থেকে নামিয়ে মারধর করাও হয়েছে। এরাজ্যে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৬৮০ সালের ৩ এপ্রিল, জন্ম ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৬৩০। ২. ১৮৫৭ সালের ৩ এপ্রিল। ৩. ১৯২২ সালের ৩ এপ্রিল। ৪. মটোরোলা কোম্পানির প্রকৌশলী মার্টিন কুপার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেল ল্যাবস্‌কে ফোন করেন ১৯৭৩ সালের ৩ এপ্রিল। ৫. ১৯৩৪ সালের ৪ এপ্রিল। মৃত্যু ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০। ৬. ১৯৮৪ সালের ৪ এপ্রিল। ৭. চার্লস ফ্রিয়ার আঙুজ। মৃত্যু ৫. এপ্রিল, ১৯৪০। জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১। ৮. পদার্থবিদ্ জেমস্ ডিউয়ে ওয়াটসন, জন্ম ১৯২৮ সালের ৬ এপ্রিল। ১৯৬২ সালে। ৯. ১৯২০ সালের ৭ এপ্রিল। ১০. ২০১৭ সালের ৭ এপ্রিল। ১১. ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল, ব্যারাকপুরের প্যারেড রোডের ধারে অশত্থ গাছে। ১২. ১৯১৮ সালের ৯ এপ্রিল, আমেরিকায়। মৃত্যু ১৯৭৬ সালের ২৭ জানুয়ারি।

তৈরি করা হচ্ছে গোষ্ঠী সংঘর্ষ

—প্রথম পাতার পর

পরে তাকে গ্রেফতার করে বিহার সরকার। যদিও বিজেপি এই সরকারের শরিক। আরও জানা গিয়েছে, ধানবাদের সেই গোপন সভাতেই নাকি ছিলেন অরিজিৎ শাশ্বত।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই ভিডিওটিকে হাতিয়ার করতে চায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। তার প্রাথমিক প্রয়োগে তারা সফল। পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ, আসানসোলে গোষ্ঠী সংঘর্ষের জন্ম দিয়েছে এই বিতর্কিত ভিডিও।

রামনবমীকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী সংঘর্ষের পিছনে শুধু ধর্মীয় মেরুকরণ নয়, অনেকের দাবি, এর পিছনে ধর্ম নেই, আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। কারণ আসানসোল লোকসভা বিজেপির দখলে। আর স্থানীয় বিধানসভা ও পুরনিগম তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। আসানসোলে বিজেপি নিজের শক্তি ধরে রেখে আগামী লোকসভাতেও আসনটি জয় পেতে মরিয়া। সেই কারণে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া হচ্ছে। এমনই জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউআরআইআই-এর কর্মীরা। সংগঠনটি বার্ণপুর থেকে পরিচালিত হয়। তাদের লক্ষ্য ধর্মীয় ভাবাবেগ বর্জন করে সর্বধর্ম সমন্বয়ে কর্মমুখী প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া।

বিরোধীদের সাথে রেহাই নেই তৃণমূলীদেরও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ এপ্রিল : মনোনয়নপত্র জমার পঞ্চম দিনে তৃণমূল বাহিনীর হাতে শুধু বিরোধীরাই নন, আক্রান্ত হলেন তৃণমূলের কয়েকজন প্রবীণ নেতাও। তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগেই বেধড়ক মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চাইতে গেলে তাদের মিলেছে লাঠির আঘাত। এমনকি বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটে মন্তেশ্বর ব্লকে। সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির অন্যতম প্রবীণ সদস্য মদন রায়ের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বাম প্রার্থী তাদের মনোয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছিলেন। মন্তেশ্বর ব্লক অফিসে প্রবেশ করার আগেই তৃণমূলের লেঠেল বাহিনী তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেধড়ক মারধরের পর তাদের মনোয়নপত্র ছিঁড়ে নষ্ট করে দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। একই ভাবে এদিন আক্রান্ত হন তৃণমূলের একটা বিক্ষুব্ধ অংশও। তাঁদেরও মারধর করা হয়। এতে গুরুতর আহত হন তৃণমূলের যুব সভাপতি দেবপ্রিয় যশ, কালাচাঁদ রায় সহ বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা কর্মী। আক্রান্ত হন বিজেপি দলের কর্মীরাও। তারা এই আক্রমণের প্রতিবাদে মন্তেশ্বর থানা ঘেরাও করলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয়। সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে থানায় গেলে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এদিন কালনা-১ ব্লকেও বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়। তবে সেই বাধা অতিক্রম করেই বিরোধীদের মধ্যে অনেকেই মনোনয়নপত্র জমা দেন। তৃণমূলের মন্তেশ্বর ব্লক সভাপতি আজিজুল সেখ সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, মনোনয়ন পত্র জমা দিতে কাউকে বাধা দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যে-সব ঘটনার কথা বলছেন তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি। কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসার শান্তনু চৌধুরী জানান, আমি এখন মন্তেশ্বর থানাতেই রয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

হামলার শিকার বিরোধীরা

—প্রথম পাতার পর

মনোনয়ন কেন্দ্রে প্রবেশ করতে গেছেন তাদের হাল কি হয়েছে তা তাঁরাই বলতে পারবেন। কারও হাত ভেঙেছে তো কারও মাথা ফেটেছে, কারও জামা ছিঁড়েছে তো কারোর জুতো হারিয়েছে। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরের মনোনয়নকে মহকুমা দপ্তরে জমা দেওয়ার ঘোষণার সাথে-সাথেই দু-দিনকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন বিরোধী দলগুলি। কিন্তু কার্যত দেখা গেল সেখানেও রেহাই নেই। বর্ধমানের মহকুমা শাসকের দুটি দপ্তরে তাণ্ডব করে বেড়ালেন শাসক দল। মনোয়নপত্র দাখিলরত মানুষজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শাসক দলের ভৈরব বাহিনী। মনোয়নপত্র ছিঁড়ে ফেলা হল। ১৪৪ ধারা বলবৎ এলাকায় একেবারে নির্বাচনী কর্মী ও আধিকারিকদের সামনেই এই বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপে নেতৃত্ব দিলেন শাসকদলের জেলা স্তরের শীর্ষ নেতারা।

৯ এপ্রিল আজ তো কোনো উপায়ই নেই। একটি মাছিও গলতে পারছে না। শাসকদলের ভাইয়েরা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন পূর্ব বর্ধমানের সমাহর্তা দপ্তর। তাঁদের সন্দেহের জেরে মার খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে অফিস আদালতের কাজে আসা মানুষ। শিশুকন্যা কোলে নিরীহ মা, চৈত্র সেলে বাজার করতে আসা গৃহবধূ। সকাল ১০টা থেকেই বর্ধমানের জেলাশাসক, মহকুমা শাসক দপ্তরকে অবরোধ করে রেখেছে শাসকদলের বাহিনী। বাইক মিছিলে যেমন দাপিয়ে বেড়িয়েছে তারা তেমনি কার্জনগেটে সাধারণ মানুষ থেকে নিরীহ মহিলাদের যে খানাতল্লাশি চলছে, তা এক অর্থে নজিরবিহীন। ১৪৪ ধারা বলবৎ এলাকায় পুলিশ প্রশাসনের সামনে কোনো লুকোচুরি খেলা নয়, প্রকাশ্যে চলছে তাণ্ডব। এমনই অবস্থা যে কার্জনগেট সংলগ্ন দোকান-বাজার বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যান্য কাজে আসা মানুষগুলি যাতায়াত করছেন চরম আতঙ্কে। কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় নিশ্চিত করতে শাসকদলের মরিয়া প্রয়াস উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়েছে।

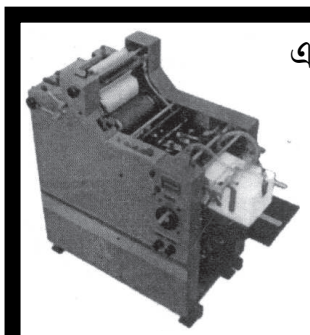

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

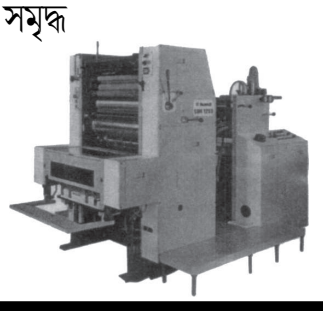

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা